দ্বাদশ অধ্যায়
gvbe m¤ú` Dbqb

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে বাস করে। গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারি এই অবহেলিত জনগোষ্ঠী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে দক্ষ মানব সম্পদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও শিক্ষিত মানব সম্পদ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল লক্ষ্য জনগণের সঠিক জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন। কৃষি উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন এবং বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে দারিদ্র বিমোচনে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সত্ত্বেও যদি জনগনকে অপুষ্টি, নিরক্ষরতা ও স্বাস্থ্যহীনতার অভিশাপমুক্ত করা না যায় তাহলে সে প্রবৃদ্ধি অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। তাই শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের তাগিদেই নয়, মানব সম্পদ উন্নয়ন পৃথকভাবেই একটি অভীষ্ট লক্ষ্য।

মানব সম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নও মানব সম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম। অপরদিকে দেশের জনসংখ্যার বৃহদাংশই নারী, শিশু ও যুবক। তাদের সমস্যা এবং অসুবিধাসমূহকে সরাসরিভাবে চিহ্নিত করে উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা ও সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠে। এ পরিচ্ছেদে মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নিম্নোক্ত নির্দিষ্ট খাতসমূহের ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রম ও সাধিত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হলোঃ

- শিক্ষা
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
- নারী ও শিশু উন্নয়ন
- সমাজ কল্যাণ
- যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন
- সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে ব্যয়

দরিদ্র জনগাষ্ঠীর জন্য আর্থিক ও ভৌত উভয় প্রকার উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টি করতে হলে প্রয়োজন মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সামাজিক খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার সামাজিক খাত উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অধিকতর অর্থ বিনিয়োগ করে আসছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতকে মানব সম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে বিগত কয়েক বছরের বাজেটে শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। সরকার বাজেটে স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নেও যথেষ্ট বরাদ্দ রেখেছে। বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সূচকের উন্নয়ন অর্থাৎ প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও AIDS বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রাখছে।

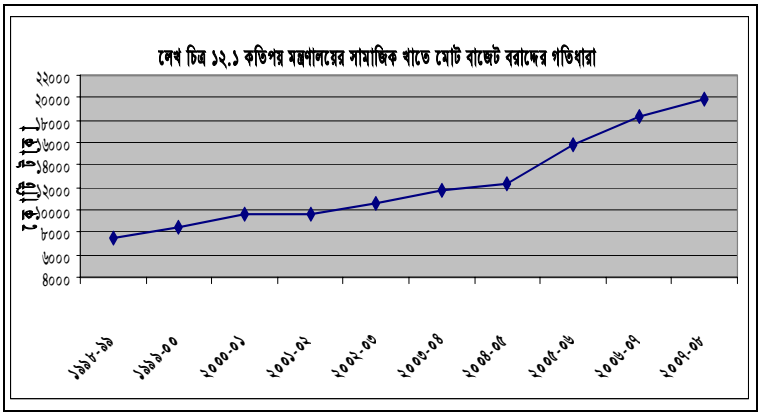

১৯৯৯-০০ অর্থবছর হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক খাতে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন বাজেট-এর সমন্বিত বরাদ্দ ও বরাদ্দের গতিধারা যথাক্রমে নিম্নের লেখচিত্র ১২.১ ও সারণি ১২.১ এ দেখানো হ'ল। লক্ষ্যণীয় যে, এ খাতে MZ এক দশকে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে।

সারণি ১২.১: কতিপয় মন্ত্রণালয়ের সামাজিক খাতে বাজেট বরাদ্দের (রাজস্ব ও উন্নয়ন) বিবরণ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
শিক্ষা এবং বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫৪৩০	৬০৭৯	৬০৬৩	৬৭৩৬	৭০৬৩	৭৩৮১	৯৩৭৩	১১০৫৭	১১৬৫৪	১২৫৩৫
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	২৩৬৩	২৬২৭	২৬৪৯	২৭৯৭	৩৪৪৫	৩১৭৫	৪১১২	৪৯৫৭	৫২৬১	৬১৯৬
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	২২৪	২৪৮	২১৭	২৫৩	২৫৭	২৯৭	৪১৪	৩৩৫	২৮৭	৩২০
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৪৬	৫৪	১৩৩	৭০	৫৬	৯০	১০৬	৯৬	১১৯	১২০
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	২৯৪	৩২২	৩৫৪	৪৮৪	৭১৩	১১৫২	১৩৫৩	১৪৬৮	২০২৮	২৩৯৬
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	১৭৮	২০৫	২০১	১৮৩	১৬৩	৩০০	৩৬৭	৪১৬	৪৬৯	৫৫৩
মোট বরাদ্দ (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	**৮৫৩৫**	**৯৫৩৫**	**৯৬১৭**	**১০৫২৩**	**১১৬৯৭**	**১২৩৯৫**	**১৫৭২৫**	**১৮৩২৯**	**১৯৮১৮**	**২২১২০**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। তথ্যসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

wk¶v Dbqb Kvhµg

শিক্ষা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। এ জন্য সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নে MDG, PRSP ও নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮-এর আলোকে মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধাদি সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি, শিক্ষার সুযোগ সুষমভাবে সম্প্রসারণ, কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করা। শিক্ষাকে দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরে সকলের সমান প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

আর্থিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। সরকার বিগত কয়েক বছর ধরে সরকারি বাজেটের প্রায় ১৫ kZvsk অর্থ শিক্ষা খাতের (প্রাথমিক শিক্ষাসহ) উন্নয়নে বরাদ্দ দিয়ে আসছে। উন্নয়ন খাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য উত্তরোত্তর বর্ধিত বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে (c¯weZ সংশোধিত) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটে যথাক্রমে ১০৫৪.৪৮ কোটি ও ৫৮৭৬.৬৮ কোটি টাকা অর্থাৎ ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে মোট ৬৯৩১.১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে ৬৫৬৫.০০

কোটি এবং উন্নয়ন বাজেটে ১০০০.০০ কোটি মিলিয়ে মোট ৭৫৬৫.০০ কোটি টাকার বাজেট প্রাক্কলন করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরের চেয়ে এ বরাদ্দ প্রায় ৯ শতাংশ বেশি।

gva¨wgK I D”P gva¨wgK wk¶v

2008-09 A_ eQ‡i gva¨wgK I D”Pwk¶v mve-†m±‡i wk¶v মন্ত্রণালয়ের Dbqb ev‡R‡Ui cvq 47 kZvsk eivÏ Av‡Q| gva¨wgK I D”Pwk¶v Awa`ß‡ii Aaxb 8wU wewb‡qvM cKí বাস্তবায়নাধীন Av‡Q| Dbqb কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত cKímg‡ni g‡a¨ D‡jL‡hvM¨ n‡”Q wewfb ai‡bi miKvwi I †emiKvwi wk¶v cwZôv‡b bZb AeKvVv‡gv wbgvY, wk¶v_x Dc-ewË, gva¨wgK wk¶vLvZ Dbqb, wk¶K‡`i cwk¶Y I wk¶vi ¸YMZ gv‡bvbqb সংক্রান্ত cKí| GQvov, wk¶v cwZôv‡bi †fŠZ AeKvVv‡gv Dbq‡bi Rb¨ 7wU Dbqb cKí wk¶v c‡KŠkj Awa`ßi ev¯evqb Ki‡Q| Dc‡Rjv chv‡q gva¨wgK wk¶vi ¸bMZgvb Dbq‡bi j‡¶¨ †`‡ki †h mKj Dc‡Rjvq miKvwi D”P we`¨vjq †bB †m mKj Dc‡Rjvq chvqµ‡g GKwU K‡i g‡Wj ¯‹j ¯vc‡bi cKí MnY Kiv n‡q‡Q| kxNB ¯‹jmg‡ni Dbqb KvR ïi“ Kiv n‡e| Secondary Education Sector Development Project-Gi AvIZvq †`‡ki cðvrc` (backward) GjvKvq bZb D”P we`¨vjq cwZôv Kiv n‡”Q| gva¨wgK wk¶vi ¸YMZgvb Dbq‡bi j‡¶¨ weke¨vs‡Ki mnvqZvq 1181.76 †KwU UvKv e¨q mv‡c¶ Secondary Education Quality and Access Enhancement Project MnY Kiv n‡q‡Q| G cK‡íi AvIZvq †g‡q‡`i cvkvcwk `wi` cwiev‡ii †Q‡j‡`il ewË c`vb Kiv n‡”Q|

†emiKvwi wk¶v cwZôv‡bi wk¶K I KgPwi‡`i †eZ‡bi wecix‡Z Aw_K mnvqZv c`vb

দেশে এমপিওভুক্ত নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুল সংখ্যা ১৫,৪৯৮, কলেজের সংখ্যা ২৪০৩ এবং মাদ্রাসার সংখ্যা ৭,৩৪৬। ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট ও বিএমসহ মোট এম.পি.ও.ভুক্ত প্রাথমিকোত্তর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৬৩৩৫। এ সকল প্রতিষ্ঠানে এম.পি.ও.ভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ৪,৮২,৮৯৬ জন। সরকার এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের মূল বেতনের শতকরা ১০০ ভাগ বেতন প্রদান করছে। এছাড়া, বাড়িভাড়া ভাতা ও উৎসব ভাতাও প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এখাতে ৩৭৬০ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে।

KwiMwi wk¶v

দেশের সার্বিক উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় উন্নয়ন অর্জনে দেশের যুবশক্তিকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাকে অন্যতম কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন সহায়ক বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হ'লঃ শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ (ইন-হাউজ ট্রেনিং), কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন, কর্মসূচির প্রসার ও গুণগতমান উন্নয়ন ইত্যাদি। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ১১টি উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে প্রায় ১১৯.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ ধারায় মেয়েদের ভর্তির হার অত্যন্ত নগণ্য। মেয়েদের ভর্তির হার বাড়ানোর জন্য মেয়েদের জন্য উপযোগী ট্রেড কোর্স চালু করা হচ্ছে। দেশে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় ছাত্র ভর্তির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ডবল শিফট চালু করা হয়েছে। অস্বচ্ছল পরিবারের তরুণ-তরুণীদের জন্য আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী ও দেশী-বিদেশী বাজার চাহিদার সাথে মানানসই ট্রেড কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মহিলাদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগীয় সদরে ৩টি নতুন মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। চাকুরী ক্ষেত্রের সাথে কারিগরি শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি, কারিকুলাম হালনাগাদকরণ ও এ শিক্ষা খাতের সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য ইসি ও আইএলও-এর সহায়তায় "Technical & Vocational Education & Training Reform

in Bangladesh" kxlK GKwU cKí MnY Kiv n‡q‡Q| ZvQvov GwWwei Aw_K mnvqZvq "Skill Development Project" kxlK GKwU cKí MnY Kiv n‡q‡Q, hvi gva¨‡g KggLx wk¶vi cmvi n‡e I †eKviZ লাঘব n‡e|

D"Pwk¶v

সরকার দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মোকাবিলার লক্ষ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে "বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২" পাশ করে। এ উদ্যোগের ফলে দেশে এ পর্যন্ত ৫৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। D"P wk¶vq AvÂwjK ˆelg¨ `ixKi‡Yi j‡¶¨ isci I cvebvq `ÖwU wekwe`¨vjq Pvj Kiv n‡q‡Q| GQvov ewikvj, iv½vgwU I †MvcvjM‡Ä 1wU K‡i wekwe`¨vjq ¯vc‡bi cwiKíbv MnY Kiv n‡q‡Q|

ÖÖ†emiKwi wekwe`¨vjq Aa¨v‡`k, 2008ÖÖ RvZxq msm‡`i Ab‡gv`b jvf bv Kivq Gi KvhKwiZv †jvc †c‡q‡Q| Z‡e †`‡ki D"P wk¶vi gvb DbxZKiYmn D"P wk¶vi `"Z I µgeagvb eûgLx Pwn`v ci‡Y we`¨gvb AvBb Achvß Ges wk¶vi gvb DbxZKiYmn D"P wk¶vi `"Z I eûgLx m¤cmvi‡Yi j‡¶¨ †emiKwi chv‡q wekwe`¨vjq cwZôv Ges Gi mô e¨e¯vcbvi j‡¶¨ RvZxq msm‡` AvBb cYq‡bi Rb¨ †emiKwi wekwe`¨vjq AvBb, 2009 wej c¯Zµ‡g bxwZMZ Ab‡gv`‡bi Rb¨ gwšmfvq Dc¯vc‡bi Kvhµg Pj‡Q| D³ AvBb RvZxq msm‡` cvk nlqvi ci Z`v‡jv‡K Accreditation Council I `iwk¶Y Kvhµg wewagvjv Ges Cross Border Higher Education (CBHE) Gi Rb¨I c‡qvRbxq wewagvjv cYqb Kiv হবে। অপরদিকে ৪টি বিআইটিকে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করায় ও কয়েকটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় সরকারি খাতে চালু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩১টি-তে|

wk¶vi ¸YMZgvb ew×i j‡¶¨ বিশ্বব্যাংকের ৬৮১ কোটি টাকা অর্থায়নে Higher Education Quality Enhancement kxlK GKwU cKí MnY Kiv n‡q‡Q, hvi gva¨‡g miKwi Lv‡Z Pvj wekwe`¨vj‡qi cvkvcwk ‡emiKwi wekwe`¨vjq¸‡jvil gv‡bvbqb Kiv n‡e| ২০০৯-১০ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটে গবেষণা মঞ্জুরী বাবদ মোট ৩২.৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে 'গবেষণা ব্যয়' খাতে ১৫.০০ কোটি টাকা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা বাবদ ১৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অবশিষ্ট অর্থ 'গবেষণা মঞ্জুরী' হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং জাতীয় ফেলোশিপ কর্মসূচিতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী 'গবেষণা ব্যয়' খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহৃত হবে।

নারী শিক্ষার উন্নয়ন

`w¶Y Gwkqvi g‡a¨ kxjsKv e¨ZxZ GKgvÎ evsjv‡`‡kB cv_wgK I gva¨wgK wk¶vi ক্ষেত্রে wj½ ˆelg¨ we‡jvc K‡i †Q‡j I †g‡q wk¶v_xi g‡a¨ msL¨vmvg¨ AR‡b m¶g n‡q‡Q| G KwZZ AmvaviY G Kvi‡Y †h, ¯‡ívbZ †`‡ki KvZvif³ evsjv‡`‡ki g‡Zv gv_wcQ Avq i‡q‡Q cw_exi Ab¨ †Kvb †`k G mvdj¨ cvqwb| G wem¸qKi mdjZvi Ab¨Zg KviY n‡"Q †g‡q wk¶v_x‡`i Rb¨ DcwË কর্মসূচি| bvix wk¶vi e¨vcK cmvi NwU‡q bvix‡`i ¶gZvqb I Av_-mvgwRK KgKv‡Ê bvix‡`i AskMnY ew×i j‡¶¨ gva¨wgK I D"P gva¨wgK chv‡q QvÎx DcwË c`vb, eB µ‡qi Rb¨ Aw_K mnvqZv c`vb I cvewjK cix¶vq AskMn‡Yi Rb¨ cix¶vi wd c`v‡bi e¨e¯v Kiv n‡q‡Q| Øv`k †kYx পর্যন্ত †g‡q‡`i †eZb gIKd mweav c`vb Kiv n‡q‡Q| ZvQvov, †gavex QvÎ-QvÎx‡`র Rb¨ mvaviY †gavewË Ges বৃত্তিমূলক KwiMwi wk¶v ewËi cwigvY I msL¨v D‡jL‡hvM¨ nv‡i ew× Kiv n‡q‡Q|

নারী সমাজকে আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে না পারলে দেশের সার্বিক এবং সুষম উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ছাত্রীবৃত্তি উল্লেখযোগ্য। ১৯৮০ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতি ১০০টি ভর্তির ক্ষেত্রে মাত্র ২৬ জন ছিল মেয়ে এবং ৭৪ জন ছেলে। অথচ বর্তমানে প্রতি ১০০টি ভর্তির ক্ষেত্রে ৫২ জন মেয়ে এবং ৪৮ জন ছেলে। উপবৃত্তি প্রকল্পসমূহের আওতায় বছরে প্রায় ২৫ লক্ষ ছাত্রীর জন্য উপবৃত্তি, পরীক্ষার ফি, টিউশন ফি ইত্যাদি বাবদ প্রায় ২৫০.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। ছাত্রী উপবৃত্তি চালু হওয়ার পর থেকে ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, যা বাল্যবিবাহ রোধে, প্রজনন হার হ্রাসে ও প্রজনন বিরতি বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা রাখছে। miKvi QvÎx DcewË KgmwP Ae¨vnZ ivLvi Ges chvq µ‡g mvZK †kYx chš wk¶v e¨e¯v A‰eZwbK Kivi cwiKíbv MnY K‡i‡Q|

ms¯‹vigjK KgmfP

সরকারের ঘোষিত নীতির Av‡jv‡K wk¶vLv‡Z BwZevPK cwieZb Avbq‡bi j‡¶¨ †ek wKQ ms¯‹vi Kgসূচির cwiKíbv nv‡Z †bIqv n‡q‡Q, †hgb- wk¶v½b `jxq ivRbxwZg³KiY, wk¶K‡`i Rb¨ D"P †eZb‡¯‹j wbaviY, wk¶K‡`i Rb¨ ¯vqx †c Kwgkb I c_K mwfm Kwgkb MVb BZ¨vw`| B‡Zvg‡a¨ h‡Mvc‡hvMx wk¶vbxwZ cYq‡bi j‡¶¨ গঠিত KwgwU KvR ïi" K‡i‡Q| chvqµ‡g mvZK †kYx chš wk¶v A‰eZwbK Kivi cwiKíbv MnY Kiv n‡q‡Q|

RvZxq `wi` we‡gvPb I Dbqb wbwðZ Ki‡Z gva¨wgK, D"P gva¨wgK, KwiMwi I D"P wk¶vi mKj ত‡i mK‡ji Rb¨ কাঙ্খিত m‡hvM mwó K‡i wk¶vi ¸YMZ gvb Dbq‡bi c`‡¶c MnY Kiv n‡q‡Q| wk¶vi gv‡bvbqb mnvqK wewfb ms¯‹vi কর্মসূচি বাস্তবায়নের c`‡¶c MnY Kiv n‡q‡Q| Gi g‡a¨ ‡emiKwi wk¶v cwZôv‡b h_vh_ gvbm¤úb wk¶K wb‡qv‡Mi j‡¶¨ ÒRvZxq wk¶K wbeÜb I cZ¨qb KZc¶Ó (GbwUAviwmG) MVb Kiv n‡q‡Q| †`‡ki wk¶v cwZôvb¸‡jvi 98 kZvsk †emiKwi| D‡jL¨, GbwUAviwmG welqwfwËK cix¶vq DËxY cv_x‡`i wbeÜb K‡i _v‡K| †emiKwi wk¶v cwZôv‡b miKwi A_ c`vb‡K cwZôv‡bi কর্মসূচি (performance) -Gi mv‡_ সম্পৃক্ত Kiv n‡q‡Q| cvV¨c¯‹K cKvkbv I g`Y †emiKwiKi‡Yi Kvi‡Y †emiKwi cKvkK‡`i cwZ‡hvMZvi d‡j মানসম্পন্ন cvV¨c¯‹K iwPZ I cKwkZ n‡"Q|

প্রাথমিক শিক্ষা

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণার্থে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে দেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সরকার আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বর্তমান সরকারের দিনবদলের সনদ অনুযায়ী আগামী ২০১০ সালের মধ্যে নীট ভর্তির হার শতভাগ এবং আগামী ২০১৩ সালের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার শতকরা ১০০ ভাগ করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছর থেকেই নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, অতি দরিদ্র্য ১০০টি উপজেলায় উপবৃত্তি ৪০ শতাংশ হতে ১০০ ভাগে উন্নীতকরণ, স্কুল ফিডিং কার্যক্রম, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন অন্যতম।

বিগত দশকে (১৯৯১-০০) জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু ভর্তির হার ৯৫ শতাংশ-এ উন্নীতকরণ, প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার ৭০ শতাংশ-এ উন্নীতকরণ এবং বয়স্ক শিক্ষার হার ৬২ শতাংশ-এ উন্নীতকরণ। বাংলাদেশ শুধুমাত্র এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনই করেনি, কোন কোন ক্ষেত্রে এ লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশে স্থূল ভর্তির হার ৯৮.৮ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। ছেলে ও মেয়ে শিশুর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ক্ষেত্রে সমতা অর্জিত হয়েছে। সাক্ষরতার হার (বয়স ৭ +) পৌঁছেছে ৬৩ শতাংশ-এর কোঠায়।

বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি। এ সংখ্যা বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৮০,৪০১টি (মাদ্রাসাসহ)। এ সময়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা (৩৭,৬৭২টি) প্রায় অভিন্ন থাকলেও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১,৮৪৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮,০৬২-তে (মাদ্রাসা বাদে) দাঁড়ায়। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫:৪৫। বর্তমানে তা প্রায় ৫০:৫০-এ উন্নীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতকরা ৬০ ভাগ পদ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধান প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা ১৯৯১ সালে ২১.০৯ শতাংশ থেকে বর্তমানে প্রায় ৫০.২০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ১৯৯৬-০৭ পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি এবং ছাত্র-ছাত্রীর হার সারণি ১২.২-তে দেখানো হলো.

সারণি ১২.২: প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি

(লক্ষে)

বছর	মোট	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)
১৯৯৬	১৭৫.৮০	৯২.১৯ (৫২.৪)	৮৩.৬১ (৪৭.৬)
১৯৯৭	১৮০.৩২	৯৩.৬৫ (৫১.৯)	৮৬.৬৭ .(৪৮.১)
১৯৯৮	১৮৩.৬১	৯৫.৭৭ (৫২.২)	৮৭.৮৮ (৪৭.৮)
১৯৯৯	১৭৬.২২	৯০.৬৫ (৫১.৪)	৮৫.৫৭ (৪৮.৬)
২০০০	১৭৬.৬৮	৯০.৩৩ (৫১.১)	৮৬.৬৯ (৪৮.৯)
২০০১	১৭৬.৫৯	৮৯.৯০ (৫১.০)	৮৬.৬৯ (৪৮.০)
২০০২	১৭৫.৬২	৮৮.৪২ (৫০.৩)	৮৭.২০ (৪৯.৭)
*২০০৩	১৮৪.৩১	৯৩.৫৯ (৫০.৮)	৯০.৭২ (৪৯.২)
*২০০৪	১৭৯.৫৩	৯০.৪৭ (৫০.৪)	৮৯.০৬ (৪৯.৬)
*২০০৫	১৬২.২৫	৮০.৯১ (৪৯.৮৭)	৮১.৩৪ (৫০.১৩)
*২০০৬	১৬৩.৮৬	৮১.২৯ (৪৯.৬২)	৮২.৫৬ (৫০.৩৮)
*২০০৭	১৬৩.১৩	৮০.৩৫ (৪৯.২৬)	৮২.৭৮ (৫০.৭৪)

উৎসঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, *মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত আছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- cv_wgK wk¶vi ¸YMZgvb Dbq‡bi j‡¶¨ wØZxq cv_wgK wk¶v Dbqb KgmwP-2 ev¯ewqZ n‡"Q| G KgmwPi AvIZvq wewfb Kvhµ‡gi gva¨‡g we`¨vj‡q Mg‡bvc‡hvMx QvÎ-QvÎx‡`i fwZ I Dcw¯wZi nvi ew×, fwZKZ QvÎ-QvÎx‡`i S‡i cov †iva Kiv Ges ¯‹j ms‡hvM N›Uv ew× wel‡q AMwaKvi c`vb Kiv n‡q‡Q|
- we`¨gvb bxwZgvjv Abhvqx cv_wgK wk¶K wb‡qv‡Mi †¶‡Î gwnjv I ci"l wk¶‡Ki AbcvZ 60:40 AbmiY Kiv nq| eZgv‡b gwnjv I ci"l wk¶‡Ki AbcvZ n‡jv 50t50|
- সকল শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও চালুকরণ।

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বেতন ভাতা সংক্রান্ত বৈষম্য দূরীকরণ এবং সম্মানজনক বেতন কাঠামো প্রবর্তন।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১১টি উপজাতীয় ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন।
- cv_wgK wk¶vi ‡¶‡Î wewfb Kvhµg ev¯evq‡b ckvmwbK I Aw_K ¶gZv we‡K›`xqKiY Kivi c`‡¶c MnY Kiv n‡q‡Q| G j‡¶¨ ¯‹j †j‡ej Bgc“f‡g›U cvb (SLIP) I Dc‡Rjv GW‡Kkb cvb (UPEP) chvqµ‡g ev¯evqb Kiv n‡”Q|
- দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে দেশের ৩৩ লক্ষ নব্য-স্বাক্ষরের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নব্য-স্বাক্ষরদের ক্রমান্বয়ে স্থানীয় বাজার চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের আয় সৃজনী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
- 6wU wefvMxq kn‡ii 10-14 eQi eqmx 2 j¶ KgRxex wkï‡K †মৌলিক wk¶v c`vbmn RxebwfwËK e¨enwiK wk¶v c`vb Kiv n‡”Q|
- পরিকল্পনা মাফিক নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- প্রতিবছর সারাদেশে পঞ্চম শ্রেণীর মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- চলতি সংশোধিত এডিপিতে ইসি সাহায্যপুষ্ট স্কুল ফিডিং কর্মসূচি নামে প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অবকাঠামো সুবিধাদি

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে অবকাঠামোর ভূমিকা ব্যাপক। ২০০৮-০৯ অর্থবছর ৭৬২টি সরকারি এবং ৫৮টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, ৯৬৮টি সরকারি ও ১২৪টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণের কাজ চলছে এবং ১,৫১৪টি বিদ্যালয়ে ২টি করে কক্ষ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়া ৫,৬০১টি বিদ্যালয় সম্প্রসারণের কাজ চলছে। ২৪টি বিদ্যালয়ে ৩ কক্ষ সম্প্রসারণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৮৬০টি বিদ্যালয়ে ৩ কক্ষ সম্প্রসারণের কাজ চলছে। প্রায় ১,৮৩৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন ও ৪,৪৫৫টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে।

বৃত্তি

সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ৩০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় পাশের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭ সালে ৭৯.৫ শতাংশ এ উন্নীত হয়েছে। সরকার বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করে ট্যালেন্টপুল বৃত্তি ২০,০০০টি এবং সাধারণ বৃত্তি ২৫,০০০টি-তে উন্নীত করেছে। দেশের শ্রমজীবী শিশুদের জন্য শহর, নগরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শ্রমজীবী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখার জন্য শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এই বৃত্তিপ্রাপ্তদের এস এস সি পরীক্ষা পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে ৪০০ টাকা এবং মাধ্যমিক স্তরে ৬০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি

দরিদ্র পরিবারের পিতামাতাগণ তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে উপার্জনের জন্য বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে অথবা পিতামাতার পেশায় সহযোগী হিসাবে নিয়োজিত রাখে। বহু শিশু প্রাথমিক শিক্ষার পাঁচ বছর মেয়াদি চক্র শেষ না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ২২৪২.৩৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি' শীর্ষক একটি প্রকল্পের ২য় পর্যায় (২০০৮-২০১৩) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রায় ৪৮.১৬ লক্ষ ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে প্রকল্পের নীতিমালার আওতায় দরিদ্র পরিবারের এক সন্তান বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য মাসিক ১০০.০০ টাকা এবং একাধিক সন্তানের জন্য মাসিক ১২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

সরকার প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করছে। বছরের শুরুতেই যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে সে লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। বর্তমানে ৫০ শতাংশ নতুন এবং ৫০ শতাংশ পুরাতন বই ছাত্র-ছাত্রীদের দেয়া হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে ১০০ শতাংশ বই নতুন প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৮ সালে ৫ কোটি ৪৫ লক্ষ এবং ২০০৯ সালে ৪ কোটি ৭৭ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগ

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ৬০ শতাংশ শিক্ষিকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে শিক্ষিকার আনুপাতিক হার বর্তমানে প্রায় ৫০.২০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ এর আওতায় ১৯,৭৬০ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও রাজস্ব খাতে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ১৪৩৫ জন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজস্বখাতে এবং প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি-২ এর আওতায় আরও প্রায় ২০,০০০ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগের কাজ চলছে। আগামী অর্থ বছরে আরো বেশী সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প

'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝরে পড়া দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে দেশের নির্বাচিত ৬০টি উপজেলায় 383.২০ †KwU টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৫ লক্ষ শিশু ২০০৪ হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ পাবে। ইতোমধ্যে নির্বাচিত উপজেলায় প্রায় ১৫ হাজার শিখন কেন্দ্র খোলা হয়েছে, যাতে প্রায় ৪.৯০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেঃ

- এ প্রকল্পের আওতায় স্কুল-বহির্ভূত, সুযোগবঞ্চিত ৭-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমুহের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা শক্তিশালী হবে।
- প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয় পর্যায়ে শিখনকেন্দ্র স্থাপনপূর্বক বা বিদ্যমান শিখনকেন্দ্রে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হবে। এ জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটির প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

১ম থেকে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয় এমন কেন্দ্রে বার্ষিক ২৫,৭০০ টাকা হারে এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণী পড়ানো হয় এমন কেন্দ্রে বার্ষিক ৩০,৯৫০ টাকা হারে অনুদান দেয়া হচ্ছে । শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থী এই প্রকল্পের আওতায় বছরে ১২৫০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা পেয়ে আসছে।

শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)

দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরের কর্মজীবী শিশু ও কিশোর কিশোরীদের উন্নততর জীবন অনুসন্ধানে শিক্ষা, নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ইউনিসেফ এর সহায়তায় ২০৬.০০ কেটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০০৯ পর্যন্ত সময়ে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হ'লঃ (ক) শহরের ১০-১৪ বছর বয়সী ২ লক্ষ কর্মজীবী শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের (কমপক্ষে ৬০ শতাংশ মেয়ে শিশুকে) মানসম্মত জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতাভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা; (খ) ১৩+ বয়স গ্রুপের (২ লক্ষ জন শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্য থেকে) ২০,০০০ শিশু ও কিশোর-কিশোরীকে জীবনধর্মী কর্মদক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান; (গ) কর্মজীবী শিশু ও কিশোর-কিশোরী এবং তাদের পরিবারের অনুকূলে শিক্ষা, সামাজিক ও

অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশ থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করার লক্ষ্যে শহর ও জাতীয় পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা; (ঘ) পর্যায়ক্রমে সকল ধরনের শিশুশ্রম দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ৪র্থ পর্যায়ে ১২৬৫টি শিখনকেন্দ্র চালুসহ মোট ৬৬৪৬ টি শিখনকেন্দ্রের মাধ্যমে ১.৬৬ লক্ষ শিক্ষার্থীকে মৌলিক শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম চলছে।

¯v¯¨ I cwievi Kj¨vY Dbqb Kvhµg

†`‡ki bvMwi‡Ki msweavb ¯xKZ †gŠwjK AwaKvi¸wji Ab¨Zg n‡jv ¯v¯¨ †mev cwß| msweav‡bi cwZ k×vkxj †_‡K miKvi ¯v¯¨ LvZ‡K Ab¨Zg AMwaKvi LvZ wn‡m‡e Mnণ K‡i mnmv‡ãi Dbqb j¶gvÎv(MDGs)AR‡b c‡qvRbxq c`‡¶c MnY K‡i‡Q| djk"wZ‡Z MZ `k‡K †`‡ki ¯v¯¨ Lv‡Z D‡ïLL‡hvM¨ AMMwZ mwaZ n‡q‡Q| G‡Z beRvZ wkï I gvZ-gZ¨ nvi, cRbb nvi I ¯j gZ¨nvi K‡g‡Q| †`‡ki gvb‡li cZ¨wkZ Mo Avq ew× †c‡q‡Q| mviwY- 12.3 ‡Z weMZ K‡qK eQ‡ii ¯v¯¨ mPKmg‡ni ceYZv †`Lv‡bv n‡jvt

সারণি ১২.৩: স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭
স্থূল জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	১৯.২	১৯.০	১৮.৯	২০.১	২০.৯	২০.৮	২০.৭	২০.৬	২০.৯
	শহর	১৩.৮	১৩.৭	১৩.৬	১৬.৬	১৭.৯	১৭.৮	১৭.৮	১৭.৫	১৭.৪
	পল্লী	২০.৯	২০.৮	২০.৭	২১.০	২১.৭	২১.৬	২১.৭	২০.৭	২২.১
স্থূল মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫.১	৪.৯	৪.৮	৫.১	৫.৯	৫.৮	৫.৮	৫.৬	৬.৩
	শহর	৩.৫	৩.৫	৩.৪	৩.৮	৪.৭	৪.৪	৪.৯	৪.৪	৫.২
	পল্লী	৫.৪	৫.৩	৫.২	৫.৪	৬.২	৬.১	৬.১	৬.০	৬.৬
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৭.৭	২৭.৭	২৫.৮	২৫.৬	২৫.২	২৫.৩	২৩.০	২৩.৪	২৩.৬
	মহিলা	২০.৩	২০.৪	২০.৪	২০.৬	২০.৪	১৯.০	১৭.৯	১৮.১	১৮.৪
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা		**৪৪৩৯**	**৪২১৮**	**৩৮১১**	**৩৫৯০**	**৩৫৩২**	**৩১৩৭**	**৩২৬১**	**৩১১০**	**২৯৯১**
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল (বছরে)	জাতীয়	৬২.৭*	৬৩.৬*	৬৪.২*	৬৪.৯*	৬৪.৯	৬৫.১	৬৫.২	৬৫.৪	৬৬.৬
	শহর	৬৪.২	৬৫.৩	৬৬.৪	৬৭.২*	৬৭.৬	৬৭.৮	৬৭.৯	৬৮.০	৬৮.১
	পল্লী	৬১.১	৬২.১	৬৩.২	৬৪.৪*	৬৪.৩	৬৪.৩	৬৪.৫	৬৪.৬	৬৬.০
শিশু মৃত্যু হার (নবজাতক, <১ বছর প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫৯	৫৮	৫৬	৫৩	৫৩	৫২	৫০.০	৪৫.০	৪৩
	শহর	৪৬	৪৪	৪৩	৩৭	৪০	৪১	৪৪.০	৩৮.০	৪২
	পল্লী	৬৩	৬২	৬০	৫৭	৫৭	৫৫	৫১	৪৭.০	৪৩
শিশু মৃত্যু হার (১-৪ বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫.৭	৪.২	৪.১	৪.৬	৪.৬	৪.৫	৪.১	৩.৯	৩.৬
মাতৃ মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩.২	৩.২	৩.২	৩.৯**	৩.৮	৩.৭	৩.৪৮	৩.৩৭	৩.৫
	শহর	২.৬	২.৬	২.৬	২.৭**	২.৭	২.৫	২.৭৫	১.৯৬	২.২
	পল্লী	৩.৩	৩.৩	৩.৩	৪.২**	৪.০	৩.৯	৩.৫৮	৩.৭৫	৩.৯
গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার (%)		৫৩.৬	৫৩.৬	৫৩.৯	৫৩.৪	৫৫.১	৫৬.০	৫৭.০	৫৮.৩	৫৯.০
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		২.৬	২.৬	২.৬	২.৬	২.৬	২.৬	২.৪৬	২.৪১	২.৩৯

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, * সমন্বয়কৃত

¯v¯¨, cwó I RbmsL¨v ‡m±i KgmwP

miKvi c‡Z¨K bvMwi‡Ki wPwKrmv †mev wbwðZKiY I wPwKrmv †mevi AvaywbKvqb I cmv‡ii †¶‡Î weMZ GK`kK hveZ hMvšKvix cwiKíbv MnY I ev¯evqb K‡i P‡j‡Q| MZ 1998 mv†j ¯v¯¨ I cwievi Kj¨vY gšYvjq 5(cvP) eQi †gqv`x †m±i IqvBW KgmwPi gva¨‡g ¯v¯¨ I cwievi Kj¨vY gšYvj‡qi mvgwMK Dbqb Kvhµg cwiPvjbv ïi" K‡i| GiB avivewnKZvq 2003 mv‡j wØZxq †m±i IqvBW KgmwP ev¯evqb Avi¤ nq, hvi †gqv` MZ 28 AvMó 2008 Zwi‡L ms‡kvab K‡i 2011 mvj chš বৃদ্ধি Kiv n‡q‡Q| Òmnmvã Dbqb j¶¨gvÎvÓÓ I wØZxq ÓÓ`wi` we‡gvPb †KŠkjcÎÓÓ Gi DwjwLZ j¶¨mgn AR‡bi j‡¶¨ Ges RbmsL¨v wbqšY K‡i RbM‡Yi cwó I m¯v¯¨ wbwðZ Ki‡Z 2003-2011 †gqv‡` 27116.76 †KwU UvKv wRIwe I 10267.35 †KwU

UvKv cKí mvnvh¨mn me‡gvU 37384.11 †KwU UvKv cv°wjZ e¨‡q ¯v¯¨, cwó I RbmsL¨v †m±i KgmwP (HNPSP) ev¯evqb Kiv n‡”Q| HNPSP Gi †gvU Dbqb e¨q 16566.47 †KwU UvKv Ges Abbqb e¨q 20817.64 কোটি টাকা।

HNPSP Gi gj j¶¨ I D‡Ïk¨ n‡”Q evsjv‡`‡ki RbM‡Yi we‡kl K‡i gwnjv, wkï, eq¯‹ I `wi` Rb‡Mvôxi ¯v¯¨, cwó I cRbb ¯v¯¨ Ges cwievi cwiKíbv †mevi gvb Dbq‡bi gva¨‡g ¯v¯¨, cwó I cwievi Kj¨vY †mev wbwðZ Kiv| Rbmvavi‡Yi m¯v¯¨ wbwðZ K‡i ¯v¯¨evb RvwZ MVb I `wi` we‡gvP‡bi gva¨‡g †`‡k A_ˆbwZK Dbqb Kiv| ¯v¯¨ I cwievi Kj¨vY gšYvj‡qi AvIZvq 2008-09 A_eQ‡i DbqbLv‡Z 1wU †m±i KgmwP (HNPSP), 8 wU PjwZ wewb‡qvM cKí, 3wU bZb wewb‡qvM cKí I 3wU KwiMwi mnvqZv cKímn †gvU 15wU Dbqb cK‡íi AbK‡j মূল GwWwc‡Z †gvU eivÏ 2416.43 ‡KwU UvKv, hvi g‡a¨ wRIwe 761.76 †KwU UvKv Ges cKí mvnvh¨ 1654.67 †KwU UvKv|

¯v¯¨ Lv‡Zi ms¯‹vi

¯v¯¨ LvZ‡K AvawbK I h‡Mvc‡hvMx Kivi Rb¨ ¯v¯¨, cwó I RbmsL¨v Kvhµ‡g †ek wKQ ms¯‹vigjK c`‡¶c MnY Kiv n‡q‡Q| ms¯‹vi Kvhµ‡gi gva¨‡g †h সমস্ত ¯v¯¨ †mevi m‡hvM mwó n‡e Zv n‡jvt

- mvg_nxb‡`i Rb¨ Ri“wi wPwKrmv †mev webvg‡j¨ c`vb;
- kniv‡Â‡j cv_wgK ¯v¯¨ cwiPhvi e¨e¯v Kiv;
- c_vMZ gv_wcQ ev †RjvIqvix eivÏ c_vi cwie‡Z `wi` cxwoZ I wbg¯v¯¨ সূচ‡Ki †Rjv¸‡jv‡Z AwaKZi m¤ú` e›Ub;
- mvgwRK exgv, KwgDwbwU dvBb¨wÝs ¯‹g, wiwjwRqvm U¨v‡·kb (hvKvZ), K‡cv‡iU †mvkvj †imcbwmwewjwU mvwfm wdi gva¨‡g ¯v¯¨ Lv‡Z AwaKZi m¤ú‡`i cevn mwó Kiv;
- miKwi fv‡e †h mg¯ ¯v‡b ¯v¯¨ †mev c`vb mnvqK Ae¯v‡b †bB †mLv‡b †emiKwi ms¯v¸‡jvi mv‡_ Askx`wi‡Zi gva¨‡g ¯v¯¨ †mev c`vb (`Mg Øxc I cvnvox AÂj, mg` ZxieZx AÂj);
- `wi` gv‡q‡`i Rb¨ fvDPvi ¯‹g ceZ‡Yi gva¨‡g wbivc` cme I cmwZ cwiPhvi m‡hvM mwó;
- Z_¨ cevn, we`¨vjq cvVµ‡g ¯v¯¨ wk¶vi Ašfw³, MY‡hvMv‡hv‡Mi wewfb gva¨g e¨envi K‡i ¯v¯¨ †mevi Pwn`v mwó;
- m¤c` e¨e¯vcbv I e¨‡qi †¶‡Î ¯”QZv, AcPq †iva I `¶Zv mwó;
- wbeÜb, wbqšb I AvB‡bi Abkvm‡bi AvIZvq wPwKrmv †ckvi ¸bMZgvb I Revew`wnZv mwó;
- ¯vbxq chv‡q cwiPvjbvi gva¨‡g ¯v¯¨ †mevi we‡K›`xKiY|

eZgvb miKv‡ii ¯v¯¨‡mev I cwievi Kj¨vY m¤úwKZ A½xKvi, KgmwP I †NvlYv

- mK‡ji Rb¨ ¯v¯¨‡mev wbwðZ Kivi j‡¶¨ miKv‡ii cYxZ RvZxq ¯v¯¨bxwZ cbgj¨vqb K‡i h‡Mi Pwn`v Abhvqx bevqb Kiv n‡e| 1996-01 †gqv‡` cwZwôZ 18 nvRvi KwgDwbwU wKwbK cbivq Pvj, cwó, wkï I gvZg½j wbwðZ Kiv n‡e;
- RbmsL¨v bxwZ h‡Mvc‡hvMx Kiv, RbmsL¨v wbqšY I cRbb ¯v¯¨‡mev wbwðZ Kiv n‡e;
- Av‡mwbK mgm¨v mgvavb K‡i 2011 mv‡ji g‡a¨ mevi Rb¨ wbivc` m‡cq cwb Ges 2013 mv‡ji g‡a¨ cwZ ewo‡Z ¯v¯¨m¤§Z m¨wb‡Uk‡bi e¨e¯v Kiv n‡e;
- gvbm¤úb Ila Drcv`‡b AvZwbfikxjZv ARb I ißvwb ew×i j‡¶¨ IlabxwZ h‡Mvc‡hvMx Kiv n‡e; †nvwglc¨vw_, BDbwb I Avq‡e`mn †`kR wPwKrmv wk¶v Ges †flR Il‡ai gv‡bvbq‡b KvhKi e¨e¯v †bqv n‡e;
- GBPAvBwf/GBWm, Kô, h²vmn msµvgK e¨wa cwZ‡iv‡ai e¨e¯v Ges †ivM wbivg‡q DbZ wPwKrmvi m‡hvM mwó Kiv n‡e|

DwjwLZ A½xKvi I KgmwP †NvlYvi mv‡_ miKvi wKQ i¦cKí/wfkb w¯i K‡i‡Q| i¦cKí Abhvqx j¶¨gvÎv wbæক্ত

- 2011 mv‡ji g‡a¨ †`‡ki mKj gvb‡li Rb¨ wbivc` cwbi e¨e¯v Kiv;
- 2021 mv‡ji g‡a¨ †`‡ki 85 kZvsk bvMwi‡Ki gvbm¤úb cwó Pwn`v ciY wbwðZ Kiv;
- 2021 mv‡ji g‡a¨ `wi` Rb‡Mvôxi Rb¨ cwZw`b b¨bZg 2122 wK‡jv K¨v‡jwii E‡aŸ Lv`¨ wbwðZ Kiv;
- 2021 mv‡ji g‡a¨ mKj cKvi msµvgK e¨wa m¤úY wbgj Kiv;
- 2021 mv‡j Mo Avq®vj 70-Gi †KvVvq DbxZ Kiv;
- 2021 mv‡j wkïgZ¨i nvi eZgvb nvRv‡i 52 †_‡K Kwg‡q 15 Kiv;
- 2021 mv‡j gvZgZ¨i nvi 1.5 kZvs†k Kwg‡q Avbv;
- 2021 mv‡j cRbb wbqšY e¨envi‡ii nvi 80 kZvs‡k DbxZ Kiv|

KwgDwbwU wKwbK

miKvi ¯v¯¨ I RbmsL¨v †m±i KgmwP (1998-2003) ev¯evqbKv‡j Ae‡nwjZ I mweav ewÂZ cwZ Qq nvRvi cjxi Rb‡Mvôxi Rb¨ mv¯¨ †mev †cŠ‡Q †`lqvi j‡¶¨ 1(GK)wU K‡i KwgDwbwU wKwbK wbgv‡Yi cwiKíbv MnY K‡i| †m ‡cw¶‡Z †gvU 13893 wU KwgDwbwU wKwb‡Ki c¯ve Kiv nq| Zb‡a¨ 10688wU wbwgZ n‡q‡Q| eZgvb miKvi MZ wZb gv‡m cvq 8271wU KwgDwbwU wKwbK Pvj Kivi KvhKi c`‡¶c MnY K‡i‡Q| KwgDwbwU wKwbKmমূহের সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ ক্রয়ের জন্য বর্তমান বাজেটে ৩৫ কোটি টাকার বিশেষ অর্থ বরাদ্ধ রাখা হয়েছে।

¯v¯¨ †mev

mviv †`‡k eZgv‡b ¯v¯¨ Awa`ß‡ii AvIZvaxb †gvU 421 wU 31 kh¨v wewkó Dc‡Rjv ¯v¯¨ Kg‡c· ¯vcb m¤úb n‡q‡Q| G nvmcvZvj¸‡jv chvqµ‡g 31 kh¨v †_‡K 50 kh¨vq DbxZ Kiv Ae¨vnZ i‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ bZb Av‡iv 22wU Dc‡Rjv ¯wcZ nIqvq bZb Dc‡Rjv¸‡jv‡Z 1wU K‡i ¯v¯¨ Kg‡c· ¯vc‡bi KvhµgI MnY Kiv n‡q‡Q| cwZwU Dc‡Rjv ¯v¯¨ Kg‡c· 4 Rb we‡klÁ wPwKrmK mn 9 Rb wPwKrmK Øviv cwiPwjZ n‡"Q| G me nvmcvZv‡j me ai‡bi †iv‡Mi cv_wgK wPwKrmvmn mxwgZ AvKv‡i mve¶wYK we‡klwqZ †mev, Ri"wi cmwZ †mev Ae¨vnZ i‡q‡Q| G Qvov gvV chv‡qI cvq 27000 ¯v¯¨Kgx †ivM cwZ‡ivagjK Wvqwiqv, g¨v‡jwiqv, dvB‡jwiqv, MjMÛ †ivM wbqšb, wfUwgb ÔÔGÕÕ Gi AfveRwbZ AÜZ cwZ‡iva, wµwgbvkK Jla weZiY Kvhµgmn BwcAvB KgmwPi gva¨‡g gv I wkïi AKvj gZ¨ †iv‡a D‡jL†hvM¨ Ae`vb ivL‡Q|

wkï ¯v¯¨

BwcAvB KgmfPi cavb j¶¨ n‡"Q wUKvi gva¨‡g †h me †ivM cwZ‡iva Kiv hvq Zv cwZ‡iva K‡i †`k‡K †ivMg³ Kiv| eZgv‡b wWc‡_wiqv, ûwcsKwk, abósKvi, †cwjI, nvg, h²v I †ncvUvBwUmÐwe †ivM cwZ‡ivaK‡í wUKv c`vb Kiv n‡"Q| G j‡¶¨ wewfb Kvhµg cwiPwjZ n‡"Q|

BwcAvB KgmwPf³ Kvhµg

- BwcAvB Kvfv‡iR- eZgv‡b me¸‡jv wUKvcwßi nvi 82 শতাংশ G DbxZ n‡q‡Q| Zb‡a¨ wewmwR -98.3 kZvsk, wWwcwU 3-91.1 kZvsk, †cwjl-3-92 kZvsk,-†ncvUvBwUm-we-3- 83.7 শতাংশ, nvg- 82.1 শতাংশ|
- ‡`k‡K cbivq †cwjl g³ Ae¯v‡b Avbvi Rb¨ 17Zg RvZxq wUKw`em m¤úb Kiv n‡q‡Q|

gvZ¯v¯¨ i¶vq miKv‡ii wewfb Kvhµg

- G Kgসূচির AvIZvq 105 wU Dc‡Rjv ¯v¯¨ Kg‡c‡· Kbmvj‡U›U (Aem-MvBbx I G¨v‡b‡¯wkqv) Ges 01 ermi †gqw` cwk¶Ycvß †gwWK¨vj Awdmvi (Aem-MvBbx I G¨v‡b‡¯wkqv) c`vqb Kiv n‡q‡Q|
- Kgসূচির AvIZvq 59wU †Rjv nvmcvZvj I 105 wU Dc‡Rjv ¯v¯¨ Kg‡c··G c‡qvRbxq hšপাতিসমূহ (†jevi †Uwej, IwU †Uwej, IwU jvBU, G¨v‡b‡¯wkqv †gwkb †÷wijvBRvi, A‡Uv‡Kf, wmRwiqvb †mU, †Wwjfwi †mU BZ¨w`) mieivn Kiv n‡q‡Q|
- Mvg chv‡q evox‡Z cmwZ gv‡q‡`i c‡qvRbxq †mev wbwðZ Kivi j‡¶¨ Community based skilled birth Attendant cwk¶Y Kgসূচি Pvj Kiv n‡q‡Q| Kgসূচির Aax‡b gvV chv‡q KgiZ gwnjv ¯v¯¨ mnKvix I cwievi Kj¨vY mnKvix‡`i 6 gvm †gqw` Midwifery cwk¶Y c`vb Kiv n‡"Q|
- 2010 mvj chš 13,500 Rb‡K SBA cwk¶Y c`v‡bi j¶¨gvÎv w¯i K‡i wW‡m¤i 2008 mvj chš cvq 4000 Rb‡K cwk¶Y c`vb Kiv n‡q‡Q;
- 2008-09 A_ eQ‡র বর্তমান দরিদ্র ও দুঃস্থ গর্ভবর্তী মায়েদের জন্য ৩৩টি উপজেলায় ভাউচার স্কীম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর অধীনে ১.৯২ হাজার দুঃস্থ মহিলা উপকৃত হচ্ছে।

‡ivM wbqšY

cjx AÂ‡j gvV Kgx‡`i gva¨‡g Wvqwiqv, g¨v‡jwiqv, dvB‡jwiqv, h¶v, Kô wbqšY I wfUvwgb G AfveRwbZ AÜZ ¸ixKiY, Kwg bvkK weZiY I wUKv`vb Kgসূচি Ae¨vnZ Av‡Q| G mKj KgmwP ev¯ewqZ n‡j gv I wkï gZ¨ nvi nvm cv‡e, Mo Avq ew× cv‡e, †iv‡Mi cv`fve nvm cv‡e | c‡Z¨K bvMwi‡Ki b¨bZg wPwKrmv †mev wbwðZ I A_‰bwZK KgKv‡Û RbM‡Yi AwaKZi nv‡i AskMnY DrmvwnZ n‡e, Kg¶gZv ew×‡Z mnvqK n‡e, wPwKrmK I mnvqK Rbej ew× cv‡e, gvbe m¤ú‡`i Dbqb n‡e | mweK fv‡e gvb‡li Rxeb hvÎv DbZ n‡e |

†fŠZ AeKvVv‡gv

wPwKrmv †mevi cwiwa ew×i j‡¶¨ †Rjv chv‡qi 50 kh¨v wewkó nvmcvZvjmgn‡K 100 kh¨vq DbxZ Kiv n‡q‡Q, 100/150 kh¨v wewkó nvmcvZvjmgn‡K chvqµ‡g 250 kh¨vq DbxZKiY Ae¨vnZ Av‡Q| 200/250 kh¨v wewkó †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj¸wj‡K chvqµ‡g 500 kh¨vq DbxZKiY Ae¨vnZ Av‡Q| XvKv gnvbMixi RbM‡Yi wPwKrmv †mev m¤úmvi‡Yi j‡¶¨ evmv‡ev I Kwg‡Uvjvq 500 kh¨v wewkó 2 wU nvmcvZvj Ges XvKvq miKwi KgPvix‡`i Rb¨ GKwU 150 kh¨v wewkó bZb nvmcvZvj ¯vc‡bi KvR Pj‡Q| XvKv, †bvqvLvjx, cvebv, iv½vgwU,K·evRvi I h‡kvi G 50 kh¨v wewkó †gwW‡Kj K‡jR ¯vcb Kiv n‡q‡Q|

wPwKrmv wk¶v

†`‡k miKwi chv‡q †gvU 17wU †gwW‡Kj K‡j‡R 2007-2008 wk¶v el †_‡K Avmb msL¨v 1425 n‡Z ew× K‡i 2210-G DbxZ Kiv n‡q‡Q| †gavwe QvÎ-QvÎxর জন্য wPwKrmv weÁv‡b wk¶v jv‡fi m‡hvM m¤úmwiZ n‡q‡Q| wewfb we‡klwqZ cwZôvb QvovI †gwW‡Kj K‡jR¸‡jv‡Z øvZ‡KvËi †Kvm Pvj Kiv n‡q‡Q I cvV¨µg Ae¨vnZ Av‡Q| wPwKrmv wk¶v Kvhµ‡gi KwiKjvg nvjbvMv` I MYgLx Kiv n‡q‡Q| †emiKwi chv‡q wPwKrmv wk¶v

DrmvwnZ Kiv n‡q‡Q| †`‡ki wewfb ¯v‡b miKwi chv‡q Av‡iv 7wU Bbw÷wUDU Ae †nj_ †UK‡bvjwR ¯vc‡bi gva¨‡g cwkw¶Z wPwKrmv mn‡hvMx `¶ Rbe‡ji e¨e¯v Kiv n‡q‡Q |

RvZxq RbmsL¨v M‡elYv I cwk¶Y Bbw÷wUDU (wb‡cvU)

RvZxq RbmsL¨v M‡elYv I cwk¶Y Bbw÷wUDU (wb‡cvU) ¯v¯¨ I cwievi Kj¨vY gšYvj‡qi Aax‡b wewfb ms¯vi cavb Kvhvjq, †Rjv, Dc‡Rjv I BDwbqb chv‡q KgiZ wPwKrmK, KgKZv-KgPvix, cwk¶K, c¨viv‡gwW· I gvVKgx‡`i Ávb I `¶Zv ew× Ges g‡bvfve I AvPiY cwieZ‡bi Rb¨ cwk¶Y c`vb Ki‡Q| GQvovI wb‡cvU cRbb ¯v¯¨, wkï ¯v¯¨ I cwievi cwiKíbv KgmwP‡K †Rvi`vi Kivi Rb¨ M‡elYv cwiPvjbv, M‡elYvi djvdj‡K KvhKifv‡e wewfb chv‡q Dc¯vcb Kiv Ges Ab¨vb¨ miKwi I †emiKwi cwZôv‡bi mv‡_ mgš‡qi gva¨‡g M‡elYv I cwk¶Y Kvhµg cwiPvjbv Ki‡Q| B‡Zvg‡a¨ evsjv‡`k †W‡gvMwdK GÛ †nj_ mv‡f (BDHS), BDwUjvB‡Rkb Ad G‡সনশিয়াল mwfm ‡Wwjfwi mv‡f, Avievb †nj_ mv‡f Ges evsjv‡`k gvZ ¯v¯¨ †mev I gvZgZ¨ Rwicmn RbmsL¨v, cwó I cRbb ¯v¯¨ welqK M‡elYvi gva¨‡g wb‡cvU RvZxq ¯v¯¨, cwó I cwievi Kj¨vY Kvhµ‡g Ae`vb ivL‡Q| নিপোর্টের পাশাপাশি বাংলাদেশ মেডিক্যাল গবেষণা পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। রির্সাচ এন্ড ডেভেলপমেন্ট' (হেলথ) শীর্ষক HNPSP র OP তে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

bwms ‡mev

eZgv‡b evsjv‡`‡k bwms KvDwÝj KZK wbeÜbKZ 23,650 †iwR÷vW bvm i‡q‡Q| Zb¥‡a¨ 14,981 Rb †ckvRxex bvm †mev cwi`ß‡ii Aax‡b miKwi PvKwi‡Z KgiZ| cvq 1000 bvm evsjv‡`‡ki evB‡i KgiZ i‡q‡Q Ges cvq 8000 bvm wewfb cvB‡fU nvmcvZvj/wKwb‡K KvR Ki‡Q| wPwKrmv †mevi MYMZgvb Dbq‡bi j‡¶¨ 2010 mv‡ji g‡a¨ †iwR÷vW bv‡mi msL¨v 33,000 G DbxZ Kivi cwiKíbv i‡q‡Q|

‡`‡ki µgeagvb Pvwn`v I AvšRwZK Pvwn`v †gUv‡bvi Rb¨ we`¨gvb Bbw÷wUDU-Gi msL¨v ew×i Rb¨ bZb K‡i miKwi chv‡q 11 wU bwms Bbw÷wUDU (†MvcvjMÄ, gv`vixci, wc‡ivRci, bxjdvgvix, blMv, cÂMo, ei¸bv, Rvgvjci, Pv`ci, wSbvB`n, nweMÄ) Gi wbgvY KvR m¤úb n‡q‡Q| AvilQqwU bwms Bbw÷wUDU (gwbKMÄ, bvivqbMÄ, MvRxci, jvjgwbinvU, †g‡nici I wK‡kviMÄ) wbgvYvaxb Av‡Q| bwms G D"PZi wk¶vi Rb¨ we`¨gvb 01wU miKwi K‡j‡Ri cvkvcwk bZb K‡i 03wU bwms K‡j‡Ri wbgvY KvR m¤úb n‡q‡Q Ges AvilPviwU bwms Bbw÷wUDU (XvKv, gqgbwmsn, ivRkvnx I PÆMvg) †K bwms K‡j‡R DbxZ K‡i weGmwm Bb bwms †Kvm Pvj Kiv n‡q‡Q| miKwi bwms Bbw÷wUDU I bwms K‡j‡Ri Avmb msL¨v 1500 †_‡K ewo‡q 1890 wU Kiv n‡q‡Q| †mevi gvb AwaKZi Dbq‡bi Rb¨ we`¨gvb KwiKjvg ms‡kvab Kiv n‡q‡Q| ms‡kwaZ KwiKjvg ev¯evq‡bi Rb¨ 17 Rb bvm‡K we‡`‡k Ges 440 Rb bvm‡K †`‡k ¯í †gqw` cwk¶Y c`vb Kiv n‡q‡Q| G Qvov nvmcvZv‡j †ivMxi †mevi gvb Dbq‡bi Rb¨ 69 Rb bvm‡K we‡`‡k Ges 6434 Rb bvm‡K wewfb wel‡q †`‡k ¯í †gqw` cwk¶Y c`vb Kiv n‡q‡Q|

Jla ckvmb I Jla wkí

evsjv‡`k `w¶Y Gwkqvi GKwU ¯‡ívbZ †`k n‡qI weMZ K‡qK eQ‡i Ila wk‡í cksmbxq DbwZ mvab K‡i‡Q| LeB DbZ chw³i wKQ Ila Qvov c‡qvRbxq cvq mKj cKvi Ila eZgv‡b ¯vbxqfv‡e Drcw`Z nq| me‡gvU 239wU G¨v‡jvc¨w_K Ila c¯ZKvix cwZôvb eQ‡i 17433 ev‡Ûi 5334 ‡KwU UvKvi Ila I Il‡ai KvPvgvj Drcv`b Ki‡Q| †`kxq Pvwn`vi cvq 96 fv‡Mil †ekx Ila eZgv‡b ¯vbxqfv‡e Drcw`Z nq| Gi cvkvcwk

RvZxq ¯v¯¨ †mevq AvBbMZ ¯xKwZ cvß cv‡P¨i ¯‡`kRvZ kv¯xq I cvðv‡Z¨i †nwgIc¨w_K I ev‡qv‡KwgK Il‡ai Ae`vbI D‡jL‡hvM¨| Ila wk‡í Good Manufacturing Practices (GMP) Abkxj‡b AMMwZ I Drcw`Z Ila AvšRwZK gvb-m¤úb weavq ‡`‡ki 27wU ‡Kv¤úvbxi Drcw`Z 182 ev‡Ûi wewfb cKv‡ii Ila I Il‡ai KvPvgvj h³ivR¨ I h³ivó mn we‡ki cvq 71wU †`‡k ißwb n‡q Avm‡Q Ges G mev‡` evsjv‡`k Ila Avg`wbKviK †`‡ki cwie‡Z ißwbKviK †`k wn‡m‡e †MŠie ARb Ki‡Q|

Ila ißwbi cwigvY cwZeQi ew× cv‡PQ| G aviv Ae¨vnZ _vK‡j AvMvgx 3-4 eQ‡ii g‡a¨ ißwbi cwigvY eû¸Y ew× cv‡e e‡j Avkv Kiv hvq| ißwb evRvi m¤cmvi‡Yi j‡¶¨ ißwbKviK cwZôvb‡K miKwi chv‡q bvbv cKvi mnvqZv c`v‡bi e¨e¯v i‡q‡Q| miKwi I †emiKwi e¨e¯vq AvšRwZK chv‡q AbwôZ wewfb wkí †gjvq AskMn‡Yi e¨e¯v Kiv nq|

‡emiKwi ¯v¯¨ LvZ

wPwKrmv I ¯v¯¨ Lv‡Z †emiKwi Lv‡Zi AskMnY DË‡ivËi ew× cv‡"Q| †emiKwi LvZ‡K Drmvn c`v‡bi j‡¶¨ miKvi A_ Ab`vbmn wewfb mweav c`vb Ki‡Q| বর্তমানে ৪৬টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত অনুদান দেওয়া হচ্ছে। দেশে eZgv‡b †iwRwóKZ 40wU †emiKwi †gwW‡Kj K‡jR, 8wU †W›Uvj K‡jR Ges 33727 wU kh¨vmn 2114 wU †emiKwi nvmcvZvj I wKwbK i‡q‡Q| Gi cvkvcwk 4509 wU DbZgv‡bi WvqvMbw÷K †m›Uvi D‡jL‡hvM¨ Ae`vb ivL‡Q| ¯v¯¨ †mevi †¶‡Î GbwRI‡`i fwgKvI D‡jL‡hvM¨| ¯v¯¨, cwó I RbmsL¨v KgmwPi AvIZvq GBPAvBwf/GBWm wbqšY, g¨v‡jwiqv wbqšY, h¶v wbqšY, RbmsL¨v wbqšY Kvhµg I cwó Kvhµg ev¯ evq‡b †ek wKQ GbwRI m¤ú³ i‡q‡Q|

bvix I wkï Dbqb

†`‡ki †gvU RbmsL¨vi cvq 50 kZvsk bvix| Zv‡`i gj †mv‡Zi evB‡i †i‡L Dbqb m¤e bq| G Dcjwä †_‡K bvix -ci"‡li AmgZv `ixKi‡Yi j‡¶¨ miKwi Ges †emiKwi chv‡q wewfb ai‡Yi KgmwP MnY Kiv n‡q‡Q|

miKvi KZK †NvwlZ bvix Dbqb bxwZgvjv-2007 Gi AvIZvq G‡`‡ki bvix‡`i wkw¶Z I `¶ gvbe m¤ú` wn‡m‡e M‡o †Zvjv Ges RvZxq Dbqb KgKvÛ ev¯evq‡b bvixi mwµq AskMnY Ges bvixi ivR‰bwZK, mvgwRK, ckvmwbK I A_‰bwZK ¶gZvqb wbwðZ Kivi KvR GwM‡q Pj‡Q| G j‡¶¨ 1997 mv‡j miKvi KZK cYxZ bvix Dbqb bxwZ পূর্নবহাল করাসহ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা হবে। সরকার প্রশাসন ও সমাজের সর্বস্তরে উচ্চ পদে নারীদের নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। wkï ¯v_ I AwaKvi i¶v Ges wkï Kj¨v‡Yi j‡¶¨ 1994 mv‡j MnxZ n‡q‡Q RvZxq wkï bxwZ| wkï AwaKv‡ii wel‡q m‡PZbZv M‡o †Zvjvi Rb¨ 2001-10 mvj‡K ÔwkïÕ AwaKvi `kKÕ †NvlYv Kiv n‡q‡Q|

gvbe m¤ú` Dbq‡b gwnjv I wkï welqK gšYvj‡qi Kvhµg

- gwnjv n¯wkí I Kwl cwk¶Y †K›`, w`bvRci cK‡íi gva¨‡g GKwU AZ¨vawbK ¯vqx n¯wkíRvZ I Kwl cwk¶Y †K›` ¯vc‡bi gva¨‡g †`‡ki DËivÂ‡j we‡kl K‡i w`bvRci †Rjvi gwnjv‡`i n¯RvZ I Kwl wel‡q wewfb DbZ ai‡Yi cwk¶Y c`v‡bi Kvhµg MnY Kiv n‡q‡Q | ‡hLv‡b AvevwmK mweavmn 200 Rb gwnjv cwk¶Y cv‡e|
- ‡`‡ki mvgwMK Dbq‡b mdjZv AR‡bi †¶‡Î miKwi A_vbK‡j¨ Z_¨ chw³ I Kw¤úDUvi cwk¶Y c`v‡bi gva¨‡g wkw¶Z, wkw¶Z-†eKvi gwnjv‡`i AvZ‡Kgms¯vb Ges Kg‡¶‡Î `¶Zv ew× K‡i A_‰bwZK Dbq‡b Ae`vb ivLvi j‡¶¨ RjvB 2008 †_‡K Rb 2011 chš †gqv‡` evsjv‡`k miKv‡ii 1675.47 j¶ UvKv e¨‡q RvZxq gwnjv ms¯v ÔÕ†Rjv wfwËK gwnjv Kw¤úDUvi cwk¶Y (2q chvq)ÕÕ cKíwU ev¯evqb Ki‡Q|

- kni AÂ‡ji `wi`, †eKvi, weËnxb gwnjv‡`i KwiMwi I ewËgjK cwk¶‡Yi gva¨‡g Kg¶g I `¶ Rbkw³ wnmv‡e M‡o †Zvjv Ges cvß cwk¶Y Kv‡R jwM‡q AvZ¥-Kgms¯v‡bi m‡hvM mwói j‡¶¨ A‡±vei/09 n‡Z †m‡Þ¤i/13 †gqv‡` 1881.96 j¶ UvKv e¨q m¤wjZ bMiwfwËK cwšK gwnjv Dbqb cKí ev¯evq‡bi cwµqv ïi“ n‡q‡Q|
- MvgxY gwnjv Dbqb kxlK cK‡íi AvIZvq 130 wU Dc‡Rjvq 70,000 Rb †eKvi gwnjv‡K ¯vbxq Pwn`v Abhvqx wewfb Kwl I AKwl †U‡W `¶Zv Dbqb cwk¶Y Mn‡Yi cvkvcwk cwk¶Ycvß G me gwnjv‡`i ga¨ n‡Z wbewPZ 10,000 Rb gwnjv‡K AvZ¥-Kgms¯v‡bi Rb¨ ¶` FY c`v‡bi ms¯vb ivLv n‡q‡Q| PjwZ A_ eQ‡i 11,700 Rb gwnjv‡K cwk¶Y c`vb Kiv n‡q‡Q Ges Rb/2009 Gi g‡a¨ Avil 11,700 Rb gwnjv‡K cwk¶Y c`v‡bi j¶¨gvÎv avh Kiv n‡q‡Q|
- evsjv‡`k wkï GKv‡Wgx wkïi cvi¤K weKvk cK‡íi gva¨‡g †`‡ki 64 wU †Rjvq wkïi gvbwmK I ew×wfwËK weKv‡k wewfbgLx Kvhµg ev¯evq‡bi gva¨‡g `¶ I AvawbK gvbe m¤ú‡`i k³ wfwË iPbvq ¸i“ZcY fwgKv cvjb K‡i P‡j‡Q|
- gwnjv welqK Awa`ß‡ii AvIZvaxb ÒPvKix wewb‡qvM Z_¨ †K›`ÓGi gva¨‡g ‡`‡ki wkw¶Z, ¯í wkw¶Z, `¶, A`¶ mKj †kYxi gwnjv‡`i bvg wbeÜbKiYmn PvKix cwß‡Z mnvqZv ‡`qv n‡q‡Q| RjvB 1995 n‡Z Rvbqwi 2009 chšZ GB †K‡›` †iwR‡÷kbKZ gwnjvi msL¨v 6283 Rb, Av‡e`bcÎ wewfb cwZôv‡b †ci‡Yi msL¨v 9991wU Ges PvKix cvß gwnjvi msL¨v 228 Rb|
- RvZxq gwnjv cwk¶Y I Dbqb GKv‡Wgxi gva¨‡g 1995-96 †_‡K 2008-09 A_ eQi chš †gvU 4054 Rb‡K wewfb †U‡W (`wR weÁvb, †m‡µUwi‡qj mv‡qÝ, eK ewUK, GgeqWvix) cwk¶Y †`qv n‡q‡Q| GQvov AbMmi, Ae‡nwjZ, †eKvi gwnjv‡`i AvZ¥Kgms¯vb I AvqeaK KgKv‡Û m¤ú³ Kivi j‡¶¨ RvZxq gwnjv ms¯v `wRweÁvb, GgeqWvix, eK- ewUK, PvgovRvZ wkí BZ¨w` wel‡q `¶Zv Dbqb cwk¶Y Kvhµg cwiPvjbv K‡i _v‡K|

mgvRKj¨vY gšYvjq

দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। বর্তমান সরকার এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী, এতিম, দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচেছ। এছাড়াও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অপরাধ প্রবণ কিশোরদের সংশোধন, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের পুনর্বাসন, দুঃস্থ ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসন, পরিত্যক্ত ও দাবীদারবিহীন নবজাতক শিশুদের লালন-পালন, ভবঘুরে পুনর্বাসন, নিরাপদ আবাসনসহ বহুবিধ কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী পরিচালনা করছে।

Kj¨vY I †mevgjK Kvhµg

Kj¨vY I †mevgjK Kvhµ‡gi g‡a¨ nvmcvZvj mgvR‡mev/wPwKrmv mgvR‡mev Kvhµg, mgwšZ AÜ wk¶v Kvhµg, `wó I keY cwZeÜx‡`i we`¨vjq, †eBj †cm, cw÷K mvgMx Drcv`b †K›`, wgbv‡ij IqvUvi cv›U I kvixwiK cwZeÜx‡`i ewËgjK cwk¶Y I cbevmb †K›` Ab¨Zg| Mixe I Amnvq †ivMx‡`i †mev `v‡bi Rb¨ nvmcvZvj mgvR‡mev Kvhµ‡gi gva¨‡g PjwZ A_ eQ‡ii Rvbqwi, 2009 chš 2,34,038 Rbmn G chš 2,67,18,712 Rb Mixe †ivMx‡K 87wU BDwb‡Ui gva¨‡g Aw_K mn‡hwMZv, gb¯wËK wPwKrmvi m‡hvM c`vb Kiv n‡q‡Q| `wó cwZeÜx wkï‡`i wbR¯ cwi‡e‡k Ges ¯vbxq wk¶vj‡q P¶¯§vb wk¶v_x‡`i mv‡_ mgwšZ wk¶v c`v‡bi D‡Ï‡k¨ 64 wU †Rjv kn‡i mgwšZ AÜwk¶v Kvhµg cwiPvwjZ n‡PQ| G Kvhµ‡gi gva¨‡g G hveZ DcKvi‡fvMxi msL¨v

1050 Rb| cw÷K mvgMx Drcv`b †K›` ‘^gÎx wkímn’ †`‡ki mec_g wWswKs IqvUvi cv›U ¯vcb Kiv n‡q‡Q| G cv‡›Ui AvIZvq Drcw`Z "g³v" bv‡gi wWswKs IqvUv‡ii Pwn`v evRv‡i e¨vcKfv‡e ew× †c‡q‡Q|

mvgwRK Ae¶q cwZ‡iva Kvhµg

দেশের বিপুল সংখ্যক অপরাধপ্রবণ কিশোর/কিশোরীদের চরিত্র সংশোধনপূর্বক সমাজে পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচেছ। শিশু আইন, ১৯৭৪ এবং শিশু বিধিমালা, ১৯৭৬ এর ভিওিতে কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতর কাজ করে আসছে। এ যাবত ৩টি কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকারভোগীর সংখ্যা ১২,৭১৩ জন। এছাড়া জয়পুরহাট জেলায় আরও ১টি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রথম অপরাধী ও লঘু অপরাধে দন্ডিত অথবা বিচারাধীন অপরাধীদের জন্য প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিসেস এর মাধ্যমে পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচেছ।

gvbe m¤ú` DbqbgjK Kvhµg

GwZg wkï‡`i Rb¨ 85wU miKwi wkï cwiev‡ii gva¨‡g 10,375 Rb GwZg wkïi fiY‡cvIY, wk¶v, cwk¶Y I cbevmb Kvhµg cwiPwjZ n‡PQ| 2008-2009 A_ eQ‡i †emiKwi chv‡q cwiPwjZ wbeÜbKZ GwZgLvbvq cwZcwjZ wkï‡`i g‡a¨ gvwmK gv_wcQ 700/- UvKv nv‡i 378 wgwjqb UvKv K¨wc‡Ukb M¨v›U wn‡m‡e weZiY Kiv n‡”Q| Gi gva¨‡g 43,383 Rb GwZg wkï DcKZ n‡”Q|

he I µxov gšYvjq

he

RvZxq Dbq‡b hemgv‡Ri ¸i“Z Ab¯xKvh| G †c¶vc‡U he Dbqb Awa`ßi 1981 mvj ‡_‡K wewfb mgvß cKímn Pjgvb cKí¸‡jvi AvIZvq wewfb †U‡W wW‡m¤i, 2008 chš 30 j¶ 94 nvRvi 949 Rb heK I hegwnjv‡K `¶Zvew×gjK cwk¶Y w`‡q‡Q| D³ cwkw¶Z heK I hegwnjv‡`i ga¨ ‡_‡K wW‡m¤i 2008 chš 17 j¶ 39 nvRvi 657 Rb heK I hegwnjv AvZ‡Kgms¯v‡bi gva¨‡g ¯vej¤x n‡q‡Q| Awa`ß‡ii FY KgmwPi gva¨‡g mwójM ‡_‡K wW‡m¤i 2008 chš 7 j¶ 29 nvRvi 203 Rb DcKvi‡fvMx‡K NYvqgvb Znwejmn 834 †KwU 30 j¶ UvKv FY †`qv n‡q‡Q|

miKv‡ii wbevPbx Bk‡Znvi Abhvqx eQ‡i নূন্যতম ১০০ দিনের কর্মসংস্থানের জন্য প্রত্যেক পরিবারের একজন কর্মক্ষম বেকার তরুন/তরুনীকে কর্মসংস্থানের জন্য ‘এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি’ স্কীম পর্যায়ক্রমে কার্যকরী করা হবে। সকল কর্মক্ষম নাগরিকের নিবন্ধন করা হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নতুন প্রজন্মের সমুদয় যুব সমাজকে ‘ন্যাশনাল সার্ভিস’ -এ নিযুক্ত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

he Kgms¯vb ZiwšZ Kivi j‡¶¨ 20 GKi chš Lvm I e× Rjvkq he Dbqb Awa`ß‡i ZwjKvf³ he mgevq mwgwZ‡K ‡Rjv/ wmwU K‡cv‡ikb/ Dc‡Rjv chv‡q MwVZ KwgwUi gva¨‡g BRviv c`vb Kiv n‡”Q| wW‡m¤i 2008 chš 13,024 wU Rjvkq he mgevq mwgwZi g‡a¨ BRviv c`vb Kiv n‡q‡Q| Rjvkq BRviv eve` cvß 46 †KwU 24 j¶ 28 nvRvi UvKv miKv‡ii †KvlvMv‡i Rgv ‡`qv n‡q‡Q|

µxov

‡h †Kvb †`‡ki Zi“b mgvR I RbM‡Yi kviwiK, ^`wnK Ges DrKlZv GKgvÎ kixi PPv I †Ljvajvi gva¨‡g ARb Kiv m¤e| RvZxq Rxe‡b k•Ljv, m¯v¯¨, †bZZ I PwiÎ MV‡b †Ljvajvi Ae`vb Acwimxg| we‡kl K‡i †`‡ki Zi“b I he mgvR‡K µxov Kvhµ‡g AvMnx K‡i cvY PvÂj I wPË-we‡bv`‡bi m‡hvM mwói gva¨‡g Zv‡`i

cvi¯úwiK m¤úwZ I †mvnv‡`i cwi‡ek mwó‡ZI †খেলাধূলার fwgKv Ab¯xKvh hv mgvR Z_v RwZ‡K weksLjv g³ ivLvi GKwU DrKó Dcvq| RvZxq Dbq‡b †খেলাধূলা we‡kl Ri“ix Dcv`vbmg‡ni Ab¨Zg wn‡m‡e we‡ewPZ n‡q Avm‡Q| AvšRwZK m¤úK Dbq‡bI †খেলাধূলা hMhM a‡i GKwU we‡kl evn‡bi fwgKv cvjb K‡i Avm‡Q| আন্তর্জাতিক µxov cwZ‡hvwMZvq wewfb †`k n‡Z AvMZ †L‡jvqvo‡`i †gjv‡gkvi gva¨‡g G‡K A‡b¨i mwb‡a¨ Avmvi m‡hvM cvq| wek Awj¤úK, Gwkqvb †Mgm-Gi gZ µxov cwZ‡hvwMZvi Avm‡i wewfb †`‡ki µxowe`MY wbRwbR †`‡ki Rb¨ ARb K‡i m¤§vb, mbvg I †MŠie|

m¯ I mej gvbe m¤ú` mwó‡Z µxovi Ae`vb Ab¯xKvh| mxwgZ m¤ú` m‡ËI miKvi †`‡ki †Ljvajvi mweavw` mwó, m¤úmviY I Dbq‡b A_ eivÏmn wewfb Dbqb cKí MnY I ev¯evqb Ki‡Q| RvZxq µxov cwil‡` PjwZ A_eQ‡i (2008-09) মূল এডিপিতে 2wU cK‡íi Rb¨ eivÏKZ 2,390.00 j¶ UvKvi g‡a¨ wW‡m¤i 2008 chš 13.38 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q| µxov †¶‡Î we‡klZt wµ‡K‡U avivevwnK mvd‡j¨i ¯xKwZ wn‡m‡e আগামী ২০১১ সালে এশিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ ক্রিকেট cwZ‡hvwMZv evsjv‡`k, fviZ I kxjsKvi mv‡_ †hŠ_fv‡e Av‡qvR‡bi ¯vMwZK †`‡ki ghv`v jvf K‡i‡Q|

ms¯‹wZ welqK gšYvjq

GKwU RwZi BwZnvm, mf¨Zv Ges RvZxq PwiÎ I cwiwPwZ ms¯‹wZi gva¨‡g cwZdwjZ nq| wek ms¯‹wZi Dbqb MwZavivi mv‡_ msMwZ †i‡L evsjv‡`‡ki mvs¯‹wZK Dbqb, msi¶Y, cmvi I m¤cmviY Kivi j‡¶¨ ms¯‹wZ welqK gšYvj‡qi Aaxb¯ `ßi/ms¯vi gva¨‡g †Póv Pwj‡q hvIqv n‡”Q|

evsjv‡`k wkíKjv GKv‡Wgx Pvi“Kjv, bvU¨Kjv, msMxZ BZ¨w`i gva¨‡g RvZxq ms¯‹wZK Dbqb, msi¶Y, cmvi I Drmvn c`v‡bi KvR K‡i| evsjv GKv‡Wgx, MYMšvMvi, RvZxq Mš‡K›` wk¶v, M‡elYv,c¯K, Rvbvj cKvkmn mKj †kYxi cvV‡Ki cvVvf¨vm M‡o Zj‡Z mvnvh¨ K‡i| evsjv‡`k RvZxq Rv`Ni ms¯‹wZ msi¶Ymn c`kb K‡i| KwcivBU Awdm †`k Ges AvšRwZK chv‡q mRbkxb mKj e¨w³e‡Mi ‡gavkw³ msi¶Ymn mswkó wel‡q cvB‡iwm †iva Ki‡Q| cZZË Awa`ßi †`‡ki civKxwZ msi¶Y I c`k‡bi e¨e¯v Ki‡Q|

eZgvb miKv‡ii ms¯‹wZ সম্পর্কিত অঙ্গীকার, কর্মসূচি ও ঘোষণা নিম্নরুপঃ

- বাঙ্গালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্র এবং সৃজনশীল প্রকাশনাসহ সুকুমার শিল্পের সকল শাখার উৎকর্ষ সাধনে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে।
- পূর্বতন সরকারের (১৯৯৬-২০০১) উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকল্প পুনরুজ্জীবিত করা হবে।
- সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি, কূপমন্ডুকতা, কুসংস্কার এবং জঙ্গিবাদ প্রতিরোধের পাশাপাশি এ ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও জনগণকে বিজ্ঞানমনস্ক এবং উদার মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।
- কোরআন ও সুন্নাহ্ পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না। সকল ধর্মের শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

ms¯‹wZ welqK gšYvj‡qi AbK‡j 2008-09 mv‡ji মূল ewlK Dbqb KgmwP‡Z 10wU Ab‡gw`Z Dbqb cK‡íi Rb¨ †gvU 59 †KwU 55 j¶ UvKv eivÏ ivLv n‡q‡Q| ‡`‡ki cZZwËK m¤ú` I wb`kbmgn‡K h_vh_fv‡e msi¶‡Yi D‡Ï‡k¨ cZZwËK ¸i“Z m¤úb ¯vcbvi ms¯‹vi I msi¶‡Yi KvR Pj‡Q| DcRvZxq ms¯‹wZi cYi“×vi

I weKv‡ki Rb¨ K·evRvi †Rjvi ivg‡Z ivLvBb mvs¯wZK Bbw÷wUDU ¯vc‡bÕi KvR Pj‡Q| †Rjv wkíKjv GKv‡Wgxmg‡ni ms¯‹vi, m¤cmviY I mIgKiY cK‡íi AvIZvq 33.63 †KwU UvKv e¨‡q 20wU †Rjvq †Rjv wkíKjv GKv‡Wgx ¯vcb I ms¯‹vi KvR GwM‡q Pj‡Q| Ò†Rjv cvewjK jvB‡eixmg‡ni Dbqb (3q chvq)Ó cK‡íi AvIZvq 87.58 †KwU UvKv e¨‡q 45wU †Rjvq cvewjK jvB‡eix wbgvY I 19.86 †KwU UvKv e¨‡q evsjv GKv‡Wgx feb wbgv‡Yi KvR ev¯evqbvaxb Av‡Q| GQvov, 2008-09 mv‡j ivR¯ ev‡R‡Ui AvIZvq 3wU KgmwPi Rb¨ †gvU 2 ‡KwU 47 j¶ UvKv eivÏ ivLv n‡q‡Q|

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান, কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের শ্রম কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, শিশু শ্রম নিরসন ও নারী উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। এ সকল ক্ষেত্রে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে গৃহীত কর্মকাণ্ডসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো.।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

দেশের বেকার অদক্ষ জনশক্তিকে দক্ষ ও আধাদক্ষ জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে ৩ (তিন)টি প্রকল্পের আওতায় মহিলাদের জন্য ৬টিসহ ২৪ (চব্বিশ)টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ২৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নির্মার্ণকাজ সমাপ্ত হলে ১৬টি ট্রেডে এস,এস,সি (ভোকেশনাল) কোর্সে এবং ৬ মাস মেয়াদী ট্রেড কোর্সে প্রতি বছর প্রায় ২০ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে।

শিশু শ্রম নিরসন

শিশু শ্রম নিরসন বর্তমান বিশ্বে একটি স্পর্শকাতর বিষয় বিধায় দেশে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প কারখানা হতে শিশু শ্রম নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিসনের জন্য অত্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শিশু শ্রমিকদের ৫,০০০ জন পিতা-মাতাকে ৩.৫৬ কোটি টাকার ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রম কল্যাণ

প্রজনন স্বাস্থ্য ও জেন্ডার বিষয়ে শিল্প শ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিক এবং চা শ্রমিকদের সচেতন করার লক্ষ্যে ইউএনএফপিএর আর্থিক সহায়তায় দু'টি প্রকল্প যথাক্রমে বিজিএমইএ এবং শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শ্রমনীতি সংক্রান্ত সরকারের অঙ্গীকার

- জাতীয় শ্রমনীতি পুনর্মূল্যায়ন ও সংশোধন করা হবে। পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের বেতন বৈষম্য দূর করা হবে;
- জাতীয় ন্যূনতম মজুরি পুননির্ধারণ এবং স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন করা হবে;
- দক্ষ শ্রমশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় ট্রেডভিত্তিক ব্যাপক প্রশক্ষিণের ব্যবস্থা করা হবে;
- আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করা হবে;
- গার্মেন্টস শ্রমিকসহ সকল শ্রমিক, হতদরিদ্র এবং গ্রামীণ ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের জন্য বিশেষ বিবেচনায় রেশনিং প্রথা চালু করা হবে।